ছুরির ধারালো প্রান্তে বাংলাদেশ

ইকোনমিস্টের গোয়েন্দা ইউনিটের প্রতিবেদন

মিজানুর রহমান খান

ব্রিটেনের বিখ্যাত সাময়িকী দি ইকোনমিষ্টের ইটেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) মনে করে, বাংলাদেশ এখন ছ্রির ধর্মনিরপেক্ষতা টিকে যাবে। বিএনপির চার বছরের শাসনামলেই জন্মি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জন্য আগামী নির্ব পরিচালিত দেশের বিভিন্ন খাতওয়ারি তৈরি এই পূর্বাভাস প্রতিবেদন অবশ্য আন্তর্জাতিক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষ দিয়েছে। দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা ইকোনমিষ্টের পর্যবেক্ষণকে শুরতের সঙ্গে নিয়েছেন।

অনলাইনে সংগৃহীত ইকোনমিষ্টের ১০ ডিসেঘরের এক প্রতিবেদনের শুরুতেই বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে হলেও ব ভবিষ্যতের দিকে। তবে ইকোনমিষ্টের কান্ট্রি রিপোর্টে বিশেষভাবে তেলের দাম বৃদ্ধি ও ডলারের সম্ভাব্য পতনের পরি ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাক্কর আহ্মদ ও ড. আতিউর রহমান ইকোনমিষ্টের এই পূর্বাভাস সম প্রস্তুতের অনুকলে সক্রিয় চিন্তাভাবনার পরামর্শ দিয়েছেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার মূল্যায়নে ইকোনমিস্টের গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ধারাবাহিক আত্মঘাতী শাসনামলে একটি জঙ্গি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিষিদ্ধ-ঘোষিত জামাআতৃল মূজাহিদিন (জেএমবি) কৌশল পরিবর্ত তারা সরে এসেছে। সাম্প্রতিক হামলাগুলোর লক্ষ্য প্রাণহানির ঘটনা যাতে সংখ্যায় সর্বোচ্চ হয় তা নিশ্চিত করা।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার এ বছরের শুরুতেও দেশে ইসলামি জঙ্গিদের অন্তিত্বের কথা অস্বীকার করে আসছিল। বিতর্কিত আধাসামরিক বাহিনী র্যাবের শক্তি বৃদ্ধির পর এখন সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের জন্য জরুরি আইন প্রণয়নে চিন্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদনে অবশ্য জঙ্গি হামলা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার শেকড় অট্ট থাকবে বলেই আশাবাদ উদারনৈতিক ঐতিহ্যের প্রতি জঙ্গিবাদী ভূমকির বিষয়টি কয়েক বছর ধরে প্রত্যাখ্যান করার ফলে আজ যে অবস্থার নাশকতামূলক তৎপরতার কারণে ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম গণতন্ত্র হিসেবে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছে। বিএনপি ঐক্যজোটের সঙ্গে তার আঁতাতের ফলই ইসলামি জঙ্গিবাদের প্রতি অন্ধ হয়ে থাকতে বিএনপিকে ইন্ধন যোগায়। ২০০৭ হতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান ইকোনমিস্টের এই পর্যবেক্ষণ নাকচ করে দেননি। তবে বলেছেন, জা আশাবাদী হওয়া চলে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে মোটামুটি দ্রুততার সঙ্গে এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসবে বাংলাদেশ। সন্তোষজনক। আর আগামী নির্বাচনে বিএনপি কিছুটা মাঙল দিলেও আওয়ামী লীগ ভালো করবে বলে মনে করার কারণ।

ইকোনমিস্ট প্রতিবেদনে বলা হয়, সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে দেশজুড়ে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ কর্মসূচি বৃদ্ধি পেডে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিরাজমান দীর্ঘকালীন প্রতিদ্বন্ধিতা এর ফলে আরো প্রকট হয়ে উঠবে। সে জন্য 'বাংলাদেশী ডে বিরোধী দলকে একটি সুবিধাজনক অবস্থানে পৌছে দেয়ে এবং সে কারণে তাদের আসনসংখ্যা বেড়ে যায়।'

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, পরবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক ওরু হয়ে গেছে। আওয়ামী ই নিয়োগ পাবেন। বামপন্থি ১১টি দল আওয়ামী লীগের এ অবস্থানকৈ সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মের ছোটখাটো দলের সঙ্গে কোনো চুক্তিতে পৌছানো আওয়ামী লীগের জন্য কঠিন হতে পারে। আগামী সাধারণ নির্বাচনে সথি প্রতিনিধিদের ওপর হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে।

'আকত্মিক বিপদ

ইকোনমিস্ট গোয়েন্দা প্রতিবেদন বলেছে, ২০০৫ সালে বিশ্বের প্রবৃদ্ধির হার (ক্রয়ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে) প্রাক্সল ২০০৬-০৭ সালে ৪ শতাংশ, অর্থাৎ কিছুটা কম আশা করা হচ্ছে। ২০০৬ সালে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি গড়ে ৫৬ । বাধান্তত্ত হতে অনেকগুলো হুমকি বিদ্যমান রয়েছে। ২০০৭ সালে তেলের দাম ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। এ তঞ িতার বাণিজ্য ভারসাম্যে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এর পরিণামে টাকার ওপর চাপ বাড়বে। মার্কিন ডলারের স িবিপদ। যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল বৈদেশিক ঘাটতির সঙ্গে তার মুদ্রার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। ডলারের বিপর্যয় ঘটলে তা এশীয় বৈচ অধ্যাপক মোজাকৃষ্ণর আহ্মদ বলেন, এ আশঙ্কার কোনোটিই অমূলক নয়। কিন্তু সরকারি নীতিনির্ধারকদের তরফে িআমদানি করব, নাকি অন্যান্য অনেক দেশের মতো সৌর, জোয়ার-ভাটা ও বায়ুনির্ভর বিকল্প জ্বালানিশক্তির উৎস খ্র্য পতনের ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারে উষেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেনে, ভার আসতে উদ্যোগী হয়েছে। বাংলাদেশও ইউরো ও ইয়েদে উত্তরপের কথা ভাবতে পারে। ড. আতিউর রহমান এ ধারণা িবাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ সীমিত। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ তার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের ব বৈদেশিক মুদ্রার দিকে বাংলাদেশের ঝোঁকার সময় এসেছে। তবে তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতি ও গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতার লক্ষণীয়, বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দিতে সিয়ে ইকোন িইউরোপের দেশগুলোয়ে হাঁস-মূরগির ক্ষেত্রে বার্ড ফ্লুর যে সংক্রমণ, তা মানবদেহে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর এট ইকোনমিস্ট তার বাংলাদেশ-সংক্রান্ত এ গবেষণার ফল নিয়মিত মুদ্রণ সংস্করণে নয়, অনলাইনের বিশেষ ওয়েবসাইট ইকোনমিস্ট সাম্প্রতিককালে এ-সংক্রোন্ত গবেষগামূলক কাজ শুরু করেছে। সব ক্ষেত্রে তারা এখনো যথেষ্ট সেশাদারি পর্যালোচনা বিশ্বজুড়েই গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে থাকে।

ধারালো প্রান্তে।' তবে জঙ্গিবাদের ভূমকি থেকে শিগসিরই মুক্তি না ঘটলেও তার চিনে এ দলটিকে খেসারত দিতে হতে পারে। ইকোনমিস্টের পেশাদার গবেষকদের দ্বারা শ ২০০৬-২০০৭ সালে বাংলাদেশের সামনে 'আকত্মিক বিপদ' রয়েছে বলে সতর্ক করে

াংলাদেশের নজর অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে সরে গেছে। তার দৃষ্টি এখন গণতন্ত্রের শ্রেক্ষিতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বাপিজ্যিক ভারসাম্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির আশঙ্কা র্থন করে ডলারের পাশাপাশি ইউরো বা ইয়েনের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টির বিকল্প ক্ষেত্র

া বোমা হামলাগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, বিএনপি ও তার মুসলিমি মিত্রদের চার বছরের নি করেছে। গত মধ্য আগস্টে দেশজুড়ে বোমা ফাটালোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে ইদানীং

এখন তারা নিরাপত্তা জ্যোরদার করেছে। মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই টেন্সিকোনে আড়িপাতা ও ভাবনা করছে।

া ব্যক্ত করেছে ইকোনমিস্ট। তবে তারা এও বলেছে, বাংলাদেশ সমাজের সহিষ্ঠৃতা ও সৃষ্টি হয়েছে, তার বিপদ খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। জঙ্গিবাদীদের কে এ জন্য মাজল দিতে হতে পারে। মনে করা হচ্ছে, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী সালের জানুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনে বিএনপিকে এ জন্য খেসারত দিতে

ঈাবাদ খুব দ্রুত না হলেওে সরকার যেভাবে এটা নির্মূলে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখছে, তাতে তার কথায়, 'সরকার গোড়ার দিকে মনোযোগ না দিলেও এখন যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তা নেই। আওয়ামী লীগ তার কর্মসূচি জনপ্রিয় করতে পারেনি।'

্য পারে। এর ফলে অর্থনৈতিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিএনপি ও প্রধান বিরোধী দল গটারদের মধ্যে সাধারণত ক্ষমতাসীন দলবিরোধী একটি মনোভাব চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এটি

দীগ চাইছে, রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ব্যবহার নিষিদ্ধের মতো ইস্যুতে মিত্রদের তেমন সমর্থন মিলছে না। সে ক্ষেত্রে এসব ংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি। দুই বছর ধরে আওয়ামী লীগের

া করা হয় ৪ দশমিক ৩ শতাংশ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও চীনের প্রবৃদ্ধি মন্ত্র হওয়ায়
নশমিক ৩ ডলার আশা করা হয়েছে। ইকনোমিস্ট বলেছে, বৈশ্বিক অর্থনীতির কার্যক্রম।

ার ভিত্তিতে ইকোনমিস্টের নির্দিষ্ট পূর্বাভাস হচ্ছে, 'বাংলাদেশের তেল আমদানি-নির্ভরতা

ভোব্য পতন আরেক মন্ত ভূমকি। এটা বাংলাদেশের জন্য বয়ে আনতে পারে আকত্মিক

নশিক মুদ্রার বাজার দারুপভাবে অস্থিতিশীল করে তুলবে।'

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চোখে পড়ে না। 'গ্যাস-সম্পদ ক্রিয়ে গেলে আমরা কি আরো তেল জে বের করতে সচেষ্ট হ্ব—সে ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেই।' তিনি ডলারের সন্তাব্য তসহ বিশ্বের অনেক দেশই একটিমাত্র বিদেশী মুদ্রার নিরেট নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে সম্পূর্ণ সমর্থন করে বলেন, যদিও কৌশলগত কারণে বাংলাদেশের জন্য ডলার বৃব্রের হুমুখী প্রভাব এড়াতে পারে না। কিন্তু তা সন্তুেও তিনি প্রামর্শ দেন, দক্ষতার সঙ্গে অন্য জন্য এ মুহুতে জিন্সবাদকেই এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

মিস্ট ইন্টেলিজিসে ইউনিট বার্ড ফ্লুকেও বিবেচনায় এনছে। তারা বলেছে, এশিয়া ও পূর্ব গৈ ঘটলে তা এশিয়া ও বিশ্বজুড়েই অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব কেলেবে। ট প্রকাশ করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন সাবেক অর্থনৈতিক উপদেষ্টার মতে, তু অর্জন করতে পারেনি। তবে এটা ঠিক, সাধারণভাবে তাদের এ ধরনের সমীক্ষা ও